গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

স্মারক নং-স্বাপকম/চিশি-২/বেসমেক-১/২০০৬/ ৬৫৫ তারিখঃ-২২-০২-২০১৫খ্রিঃ

বিষয়ঃ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস আইন-২০১৫ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস আইন-২০১৫ এর খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত প্রস্তাবিত সংশোধনীর এক প্রস্ত নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

22/2/2015
(মাহফুজা আকতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৫৬৬৯০

সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অনুলিপিঃ
০১। সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস, ৬৭, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্বরণী, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
০২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিশি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

# খসড়া

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস আইন, ২০১৫
(২০১৫ সালের আইন)

## প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আদেশ, ১৯৭২ রহিতক্রমে প্রণীত আইন।

যেহেতু চিকিৎসা পেশাতে উচ্চ মান বজায় রাখার জন্য, বিশেষজ্ঞগণের চিকিৎসা চর্চা উন্নত করার জন্য, স্নাতকোত্ত চিকিৎসা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক বিষয়াদির জন্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে;

যেহেতু বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৬৩/১৯৭২) রহিতকরণ সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

## প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ

(১) এই আইন ''বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস আইন, ২০১৪'' নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অনতিবিলম্বে কার্যকর হইবে।
(৩) এই আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ কিছু নির্ধারিত না থাকিলে, এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "কলেজ" বলিতে ধারা ৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনসকে বুঝাইবে।
(খ) "কাউন্সিল" বলিতে ধারা ৬ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত কলেজের কাউন্সিল-কে বুঝাইবে।
(গ) "ফেলো" বলিতে কলেজের একজন ফেলোকে বুঝাইবে।
(ঘ) "নির্ধারিত" বলিতে ধারা ১৯ এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে।
(ঙ) "সরকার" বলিতে প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রনকারী সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।
(চ) "নির্বাচন কমিশন" বলিতে কলেজ কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটির নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশনকে বুঝাইবে।
(ছ) "কার্যনির্বাহী কমিটি" বলিতে কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে।
(জ) "সচিব" বলিতে কলেজের কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োগকৃত কলেজের সচিবকে বুঝাইবে।
(ঝ) "সভাপতি" বলিতে কলেজ কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতিকে বুঝাইবে;
(ঞ) "সিনিয়র সহ-সভাপতি" বলিতে কলেজ কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে; এবং

(ট) "সহ-সভাপতি" বলিতে কলেজ কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে।

(ঠ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত "বিধি"।

(ড) "প্রবিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত "প্রবিধি"।

৩। **কলেজ প্রতিষ্ঠা** (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৬৩/১৯৭২)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কলেজ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) কলেজটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল-মোহর থাকিবে, এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকার রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার, এবং চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উক্ত নামের অধীনে যে কাহারও বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবে, এবং যে কেহ উহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবে।

৪। কলেজ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যাহাদেরকে কলেজের ফেলো হিসাবে অভিহিত করা হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিগণ যাহারা ফেলোশীপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কাউন্সিল কর্তৃক ফেলো হিসাবে অর্ন্তভূক্ত হইয়াছেন; এবং

(খ) ব্যক্তিগণ যাহাদেরকে পূর্বে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস আদেশ ১৯৭২ (সংশোধিত অধ্যাদেশ-১৯৭৬) এর ধারা ৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস এর ফেলো হিসাবে নির্বাচিত বা গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং যাহারা বাংলাদেশের নাগরিক; এবং

গ) এই আইনের ধারা ৯(২)(ছ)-এর অধীনে অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিগণ।

৫। **নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ কলেজের কার্যাবলী হইবে, যথাক্রমেঃ**

(১) চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষ্যে হাসপাতালসমূহে ঐ সকল শাখায় শিক্ষকতা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়ন করা সহ স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন করা;

(২) চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শাখাসমূহে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৩) কলেজের ফেলোশীপ ও মেম্বারশীপে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করা;

(৪) গবেষণার ব্যবস্থা করা;

(৫) বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয় সমূহে ব্যবহারিক প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণের জন্য সভা ও কর্মশালা আয়োজন করা;

(৬) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

৬। **কাউন্সিলের গঠন** (১) ২০ (বিশ) জন সদস্যের সমন্বয়ে কলেজের একটি কাউন্সিল গঠন করা হইবে। যাহাদের মধ্যে ১৬ (ষোল) জন ০৪ (চার) বছরের জন্য ফেলোগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট ০৪ (চার) জন সরকার কর্তৃক ০৪ বছরের জন্য ফেলোগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

(২) কাউন্সিলের একজন সদস্য ফেলো হিসাবে বহাল থাকা সাপেক্ষে ০৪ (চার) বছর মেয়াদের জন্য তাহার পদে আসীন থাকিবেন এবং পুনঃনির্বাচনের বা পুনঃমনোনয়নের জন্য যোগ্য হইবেন।

(৩) কাউন্সিলের কোন পদ সাময়িকভাবে শুন্য হইলে নির্বাচিত সদস্যগণের ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে এবং মনোনীত সদস্যগণের ক্ষেত্রে মনোনয়নের মাধ্যমে পুরন করা হইবে।

এরূপভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য তাহার পূর্বসূরীর অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য এ পদে আসীন থাকিবেন।

৭। (১) কাউন্সিলের সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে ০১ (এক) জন সভাপতি, ০১ (এক) জন সিনিয়র সহ-সভাপতি, ০১(এক) জন সহ-সভাপতি ও ০১(এক) জন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন।

(২) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ২ বছর মেয়াদের জন্য তাহাদের পদে আসীন থাকিবেন। কিন্তু প্রত্যেকে তাহাদের মেয়াদ শেষ হইবার পরেও তাহাদের পদের কাজ চালাইয়া যাইবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার পরবর্তী পদাধিকারী নির্বাচিত হইতেছেন। একই পদে সর্বাধিক ০২ (দুই, বার নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়া যাইবে।

(৩) এইসব পদাধিকারীগণের নির্বাচন প্রতি ০২ (দুই) বছর অন্তর কাউন্সিলের অর্ধাংশ ১৬ (ষোল) জনের মধ্য হইতে ০৮ (আট) জন নির্বাচিত হইয়া যাওয়ার পরে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রেরিত হইবে, এবং এ বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৮। (১) কাউন্সিল উপযুক্ত শর্ত ও নিয়মাবলী অনুযায়ী ০১ (এক) জন সচিব নিয়োগ করিবে।

(২) সচিব কাউন্সিলের কার্যক্রমে উপস্থিত থাকিতে এবং অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু তাহার কোন ভোটের অধিকার থাকিবে না।

৯। (১) কলেজের কার্যাবলীর সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসনিক বিষয়াদি কাউন্সিলের উপরে ন্যস্ত হইবে। কলেজ কর্তৃক প্রয়োগ করিতে বা করা যাইতে পারে এমন সকল ক্ষমতা কাউন্সিল প্রয়োগ করিতে এবং এইরূপ সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা ৯ (১) এর ক্ষমতার কোনরূপ ব্যত্যয় না করিয়া, কাউন্সিল-

(ক) কলেজের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) কলেজের মেম্বারশীপ ও ফেলোশীপ অর্জনের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করিতে পারিবে;

(গ) বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য পরীক্ষকগণের বোর্ড নিয়োগ করিতে পারিবে;

(ঘ) কলেজের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি সমূহ গঠন করিবে এবং কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(ঙ) নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে।

(চ) কলেজের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগদান করিতে পারিবে;

(ছ) যাহারা ফেলোশীপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন এবং নির্ধারিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন সেই সকল ব্যক্তিগণকে ফেলো হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(জ) এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে কলেজের অনারারি ফেলো হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(ঝ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফি, ফেলোশীপের বাৎসরিক চাঁদা ও অন্যান্য ফি এবং যখন উপযুক্ত বিবেচনা করিবে অন্যান্য সকল বিষয়ের জন্য ফি, চাঁদা এবং অন্যান্য খরচাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(ঞ) কলেজের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য যেইরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেইরূপ সকল কর্মকাং করিতে পারিবে।

১০। (১) ০১ (এক) জন ফেলোর অসদাচারণ বা অবমাননাকর আচরনের জন্য এবং কলেজের স্বার্থের পরিপন্থি কার্যক্রমের জন্য কলেজের ফেলোশীপ হইতে বহিষ্কার করা প্রয়োজন হইলে কাউন্সিল একটি সভাতে মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ দ্বারা পাশকৃত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বহিষ্কার করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আহ্বানকৃত সভার বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট ফেলোকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের বিবরণীসহ প্রদান করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ফেলো লিখিতভাবে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে এবং কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হইয়া বহিস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

১১। (১) কাউন্সিলের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা কাউন্সিলের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সচিব এবং ০২ (দুই) জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হইবে যাহারা কাউন্সিল সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(২) কলেজের প্রশাসনিক ও অন্যান্য সকল কার্যাবলী পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি কার্যনির্বাহী কমিটি বাস্তবায়ন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

১২। (১) কলেজের একটি তহবিল থাকিবে যাহা নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা-

(ক) স্থায়ী তহবিল

(খ) চলতি তহবিল।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন গঠিত তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার বা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন দান বা অনুদান; এবং

(খ) উক্তরূপে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ।

(৩) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং কলেজের কোনো দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে না;

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ;

(খ) পরিক্ষার ফি;

(গ) ফেলোগনের চাঁদা;

(ঘ) দেশী বিদেশী সংস্থার অনুদান;

(ঙ) প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত অনুদান;

(চ) কলেজ থেকে নির্ধারিত বিভিন্ন ফি এবং

(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

(৫) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত চলতি তহবিলের অর্থ কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে কলেজের দৈনন্দিন ব্যয়সহ অন্যান্য কার্য সম্পাদনের ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৬) কোষাধ্যক্ষ ও সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে কলেজের নিয়মিত তহবিল পরিচালিত হইবে। উপরোক্ত যে কোন ০১ (এক) জনের অনুপস্থিতিতে কলেজের সিনিয়র সহ-সভাপতি যৌথভাবে তহবিল পরিচালনা করিবেন। কোষাধ্যক্ষ এবং সচিব উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত কার্যনির্বাহী কমিটির ০১ (এক) জন মনোনীত সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে।

(১৩) (১) কলেজ যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কলেজের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কলেজের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountsnts Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) Articale 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা কলেজের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কলেজ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তদকৃর্তক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা ক্ষেত্রমত, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কলেজের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং যে কোনো সদস্য এবং কলেজের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৪। কলেজের সীলমোহর কাউন্সিলের কার্যালয়ে জমা থাকিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির কর্তৃত্ব ব্যতীত এই সিল ব্যবহার করা যাইবে না । কার্যনির্বাহী কমিটির ০২ (দুই) জন সদস্য এবং সচিবের উপস্থিতিতে ব্যবহার করা যাইবে এবং তাহাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর সীলমোহর যে দলিলের উপর লাগানো হইবে তাহাতে থাকিতে হইবে।

১৫। কাউন্সিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে কলেজের সকল প্রাপ্তি এবং খরচের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং এই হিসাব কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা নিরীক্ষকগণ কর্তৃক বাৎসরিকভাবে নিরীক্ষিত হইবে।

১৬। কাউন্সিল প্রত্যেক আর্থিক বছর শেষ হইবার আগে কাউন্সিলের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে কার্যক্রমের একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবে এবং পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য কলেজের প্রাপ্তি ও খরচের প্রাক্কলন প্রণয়ন করিবে এবং কলেজের বাৎসরিক সভাতে উপস্থাপন এবং অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৭। (১) কাউন্সিল আর্থিক বছর শেষ হইবার পূর্বেই কলেজের বাৎসরিক সভা যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ সময় ও স্থানে আহ্বান করিবে। বাৎসরিক সভাতে ফেলোগণ:-

(ক) কাউন্সিল কর্তৃক উপস্থাপিত বাৎসরিক প্রতিবেদন আলোচনা, বিবেচনা ও গ্রহণ করিবে;
(খ) পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য কলেজের প্রাপ্তি ও খরচের প্রাক্কলন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করিবে; এবং
(গ) পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য যে কোন বিষয়ে কাউন্সিল যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ বিষয়সমূহ সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করিবে।

(২) কাউন্সিল প্রয়োজনে যে কোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবে। এছাড়া কাউন্সিলের বিবেচনায় সাধারণ সভায় আলোচনার যোগ্য কলেজের উদ্দেশ্যের আওতার মধ্যে পড়ে এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার জন্য সময় সময় সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

১৮। সভাপতি ও কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ এবং এই আইনের অধীনে কাজ করিতেছে এবং কাজ করিতেছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে এইরূপ কলেজের প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী দন্ডবিধির ধারা ২১ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবে।

১৯। কলেজ, কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা, অভিশংসন বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম দায়ের করা যাইবে না যাহা এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে বা সরল বিশ্বাসে করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে।

২০। কাউন্সিল এই আইনের উদ্দেশ্য পরিচালনার জন্য প্রবিধি ও বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। (১) এতদ্বারা বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৬৩/১৯৭২) এর ইংরেজী ও বাংলা পাঠ, অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও,-

(ক) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালা, জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন বা সুপারিশ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এবং এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন গঠিত কাউন্সিল, কার্যনির্বাহী কমিটি, উহার গঠন বা কার্যপরিধি এই আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে, এইরূপে অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত কাউন্সিল, কার্যনির্বাহী কমিটি এই আইনের অধীনে গঠিত হইয়াছে;